যৌন হয়রানি সংক্রান্ত প্রচলিত আইনের সংশোধন বিষয়ক প্রতিবেদন

১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত Declaration on Elimination of Violence Against Women (DEVAW) এর Article 1 এ নারী নির্যাতনের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা হলোঃ "For the purpose of this declaration, the term "violence against women" means any act of gender-based violence that results in or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life".

বর্ণিত সংজ্ঞার আলোকে এটি সুস্পষ্ট যে যৌন হয়রানির মাধ্যমে নারী নির্যাতন হতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ ধরণের নারী নির্যাতনের মাত্রা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যৌন হয়রানিমূলক কর্মকান্ডের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত হচেছ মহিলাদের উত্যক্তকরণ যা তথাকথিত 'ইভ টিজিং' নামে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। বিভিন্ন গণমাধ্যম সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে 'ইভ টিজিং' এর যে চিত্র উঠে এসেছে তাতে দেখা যায় যে স্কুল-কলেজ, রাস্তা-ঘাট সবর্ত্র ছাত্রী, কিশোরী, গৃহিনী এমনকি বয়স্ক মহিলারাও এর শিকার হচ্ছেন। যৌন হয়রানির শিকার (ভিকটিম) পারিবারিক ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে এবং প্রতিকার বিহীনভাবে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে অর্থাৎ ১৮৬০ সালের দন্ডবিধির ৫০৯ ধারা, ঢাকা মহানগরী পুলিশ অধ্যাদেশ-এর ৭৬ ধারা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ৯ (ক) এবং ১০ ধারায় বিচ্ছিন্নভাবে যৌন হয়রানিমূলক কিছু কর্ম শাস্তিমূলক অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। তদ্‌সত্ত্বেও এ ধরণের অপরাধের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরূপ অবস্থায় প্রচলিত আইনগুলোর ত্রুটি নিরূপন করা আবশ্যক যাতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়।

এ উদ্দেশ্যে আইন কমিশন বিদ্যমান আইন ও বিভিন্ন সংস্থার গবেষণাপত্র পর্যালোচনাক্রমে এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে একটি 'কনসালটেশন পেপার' প্রস্তুত করে। পরবর্তীতে কমিশন বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সাথে যৌথ উদ্যোগে একটি দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে যেখানে উক্ত কনসালটেশন পেপারের উপরে বিশদ আলোচনা হয় এবং অংশগ্রহণকারীদের মতামত সংগৃহীত হয়। উক্ত মতামতের আলোকে এবং সম্প্রতি পাকিস্তানে গৃহিত দন্ডবিধি ও অন্যান্য আইনের সংশোধন ও পর্যালোচনাক্রমে যৌন হয়রানিমূলক অপরাধসমূহ দমনের লক্ষ্যে প্রচলিত আইনের মধ্যে ১৮৬০ সালের দন্ডবিধির ৫০৯ ধারা নিম্নরূপে সংশোধন করা আবশ্যক বলে কমিশন মনে করে।

প্রচলিত আইনে অর্থাৎ দন্ডবিধির ৫০৯ ধারায় নারীর শালীনতার প্রতি অমর্যাদাকর কাজ অপরাধ বলে গণ্য করা হলেও নারীর শালীনতার প্রতি অমর্যাদাকর কাজ বলতে কি বোঝায় বা কোন্ কোন্ কর্মকান্ড এর অর্ন্তভূক্ত হবে তা বিদ্যমান আইনে বলা হয়নি। এ কারণে যৌন হয়রানির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা অর্থ্যৎ কোন্ কোন্ কর্ম যৌন হয়ারনিমূলক কার্য বলে গণ্য করা হবে তা সুনির্দিষ্ট করা আবশ্যক।

যৌন হয়রানির মাত্রা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি এর ধরণও পরিবর্তিত হয়েছে। এমনকি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ ধরণের অপরাধ সমাজে ভয়াবহরূপে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে এ ধরণের অপরাধ দমনের জন্য প্রচলিত এক বছরের সাজা প্রদান যথেষ্ট নয় বলে সাজার পরিমান তিন বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যথোপযুক্ত বলে কমিশন মনে করে।

ইদানিং যৌন হয়রানির কারণে ভিকটিমের আত্মহত্যা করার ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রচলিত আইনে অর্থাৎ নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ৯ (ক) ধারায় আত্মহত্যায় প্ররোচনাদানকারীর সাজার কথা বলা আছে। কিন্তু উক্ত ধারায় সম্মানহানী হবার কারণে যদি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে প্ররোচনাদানকারীর সাজার বিধান থাকলেও কোন্ কোন্ কাজ সম্মানহানীমূলক কাজ বলে গণ্য হবে তা বলা নেই। ফলে উক্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে না।

যেহেতু দন্ডবিধির ৫০৯ ধারায় যৌন হয়রানিমূলক কর্মকান্ডের সুনিদিষ্ট ব্যাখ্যা বা আওতা নির্ধারণ করার সুপারিশ করা হয়েছে সেহেতু ৫০৯ ধারার পর নতুন ধারা সংযোজনপূর্বক যৌন হয়রানি আত্মহননে ব্যক্তিকে প্ররোচণাদান হিসেবে শাস্তির আওতায় এনে আইনটি সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। এমনকি এ ধরণের অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করার জন্য এবং সমাজে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য প্ররোচনাকারীর কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা আবশ্যক বলে কমিশন মনে করে।

পরিশেষে ফৌজদারী কার্যাবিধি আইন, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন)- এর ২য় সিডিউল সংশোধনপূর্বক আত্মহত্যায় প্ররোচণার অপরাধ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যৌন হয়রানিমূলক অপরাধ আদালতের অনুমোদনক্রমে আপোষযোগ্য করা, এ ধরনের অপরাধ আমোলযোগ্য করা এবং আত্মহত্যায় প্ররোচনার অপরাধ জামিনঅযোগ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যৌন হয়রানিমূলক অপরাধ জামিনযোগ্য করা যথোপযুক্ত বলে আমরা মনে করছি।

উল্লেখ্য, এ ধরণের অপরাধ শুধুমাত্র আইন দ্বারা নিবারণ করা সম্ভব নয়। সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলাও প্রয়োজন। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে পরিবার, সমাজ এবং কর্মস্থল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে ব্যাপক জনমত ও জনসচেনতা গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে গণমাধ্যম ব্যাপক ও নিবিড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

সুপারিশ

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দন্ডবিধি ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর কতিপয় ধারা এবং ফৌজদারী কার্যবিধি আইন, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন)-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করার জন্য কমিশন সুপারিশ করছে। তদানুযায়ী সরকারের প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নমুনা সংশোধনী খসড়া বিল প্রস্তুত করে সংযোজনী "ক" ও "খ" হিসাবে এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করা হল।

(অধ্যাপক ড. এম. শাহ আলম)
সদস্য

(সুনীল চন্দ্র পাল)
সদস্য

(বিচারপতি মোঃ আব্দুর রশিদ)
চেয়ারম্যান

সংযোজনী "ক"

The Penal Code 1860 (Act XLV of 1860) এর কতিপয় ধারার প্রস্তাবিত সংশোধনী সংক্রান্ত খসড়া বিল, ২০১০

যেহেতু The Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-** (১) এই আইন The Penal Code (Amendment) Act, 2010 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **Act XLV of 1860 এর Section 509 এর প্রতিস্থাপন।-** The Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860), অতঃপর উক্ত Code বলিয়া উল্লিখিত, এর Section 509 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ Section 509 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

"509. Whoever commits sexual harassment at any place shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine or with both.

Explanation – For the purpose of this Section sexual harassment includes but is not limited to the following acts:

a) sexual advances or demand of sexual favours or use of written or verbal communication or physical conduct of a sexual nature which intends to annoy, insult, intimidate or threaten other person;

b) display of pornography;

c) indecent gesture or teasing through abusive language, stalking, joking having sexual implication;

d) taking still or video photographs or preserve, distribute, sale, circulate or demonstrate those for the purpose of blackmailing or causing harassment;

e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.।"

৩। **Act XLV of 1860 এর Section 509A এর সন্নিবেশ।-** উক্ত Code এর Section 509 এর পর নিম্নরূপ নতুন section 509A সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"509A. If any person commits suicide in consequence of any act of sexual harassment committed by any person, that person shall be liable for abetment of suicide and for such offence he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall not be less than three years, and shall also be liable to fine."।

সংযোজনী "খ"

The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর SCHEDULE II এর প্রস্তাবিত সংশোধনী সংক্রান্ত

খসড়া বিল, ২০১০

যেহেতু **The Code of Criminal Procedure (Act V of 1898**) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন **The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act,** 2010 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। Act V of 1898 এর Schedule II এর সংশোধন।- The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), অতপর উক্ত Code এর Schedule II এর column 1 এর section 509 এর বিপরীতে উল্লিখিত columns 2,3,4,5,6,7 এবং 8 এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং column 1 এর section 509 এর পর নিম্নরূপ নতুন columns 1,2,3,4,5,6,7 এবং 8 এর এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

1	2	3	4	5	6	7	8
Section	Offence	Whether the police may arrest without warrant or not	Whether a warrant or a summon shall ordinarily issue in the first instance	Whether bailable or not	Whether compoundable or not	Punishment under the Penal Code	By what court triable
509	Committing sexual harassment	May arrest without warrant	Warrant	Bailable	Compoundable when permission is given by the Court before which a prosecution is pending	Imprisonment of either description for 3 years, or fine, or both	Metropolitan Magistrate or Magistrate of the first or second class
509A	Abetting the commission of suicide in consequence of sexual harassment	Ditto	Ditto	Not bailable	Not compoundable	Imprisonment of either description for 7 years, but not less than three years or fine, or both	Metropolitan Magistrate or Magistrate of the first class

b